গাড়িই গাড়ির নিরাপত্তা প্রহরী

ফুটপাথের পাশে গাড়িটি পার্ক করে গেলেন শপিং করতে। এসে দেখলেন গাড়ির কোনো না কোনো পার্টস উধাও। আর এই বহুল চিরাচরিত সমস্যাটিতে যাদের নিজস্ব গাড়ি আছে তারা সবাই কমবেশি পড়েছে। এমনও হয়েছে যে, আপনার গাড়িটিই উধাও হয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রযুক্তিনির্ভর যুগে এসে এভাবে গাড়ি বা তার পার্টস খোয়ানো একেবারেই কাম্য নয়।

নতুন নতুন ব্র্যান্ডের বা প্রযুক্তির গাড়িগুলোতে সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রমশ আধুনিক n‡"Q| সিকিউরিটি সিস্টেমে আসছে আরো অভিনবত্ব। বর্তমানে এই সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ হিসেবে অ্যালবাম বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনের নিশ্চল থাকার ক্ষমতাটি (ইমমোবালাইজ, অধিক সমাদৃত) প্রচলিত এবং যা কিনা গাড়ি চুরি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গাড়ির সিকিউরিটি দিতে ইন্সুরেন্স রিপেয়ার রিসার্চ সেন্টার (MIRRC) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৯২ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা গাড়ির সিকিউরিটিতে ব্যবহৃত পণ্যগুলো নিয়ে কাজ করে এবং সেই পণ্য সম্বন্ধে তাদের মতামত জানায়। এছাড়া তারা সম্প্রতি একটি নতুন সিস্টেমের প্রকাশ করে যেখানে গাড়িটি কারো দ্বারা ক্ষতি হওয়ার আগেই 'অ্যান্টি স্ক্যান' কি-কোড সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যাটারি ব্যাকআপ সাইরেন বাজিয়ে

আপনাকে আগাম সতর্ক করে দিবে। তবে (MIRRC)-এর ভাষ্য হলো কোনো সিকিউরিটি পণ্যই আপনাকে ১০০% নিশ্চয়তা দিতে পারবে না, শুধু আপনার ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে পারবে। আমরা সিকউরিটি ডিভাইসগুলো সাধারণত সংযোগ করি স্টিয়ারিং হুইল, গিয়ার স্টিক, হ্যান্ডব্রেকসহ বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু সিকিউরিটি টেস্টে দেখা যায়, এসব লক সেকেন্ডের মধ্যে খুলে ফেলা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি মজার তথ্য হলো। উন্নত বিশ্বে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোই গাড়ির সিকিউরিটির রিসার্চের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

মূলত সিকিউরিটি সিস্টেম ডিভাইসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি হলো অ্যালার্ম বা ট্র্যাকিং ডিভাইস এবং অন্যটি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনের নিশ্চল থাকার ক্ষমতা বা ইমমোবালাইজার।

ইমমোবালাইজার: ইমমোবালাইজার আবার দু'রকম। মেকানিক্যাল এবং ইলেট্রিক্যাল। মেকানিক্যাল ইমমোবালাইজারের ক্ষেত্রে যদি গাড়ির সঠিক কোড বা এসএস প্যাক্টটি (SS PACT) পাওয়া যায়, তবে স্টিয়ারিংয়ে এর ব্যবহারের মাধ্যমে সিকিউরিটির অনেকাংশে নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। আর ইলেকট্রিক্যাল ইমমোবাইলজার গাড়ির অপরিচিতজন দ্বারা চলার ক্ষেত্রে বারবার বিঘ্ন ঘটিয়ে এর সিকিউরিটির নিশ্চয়তা দেবে। এ সিস্টেমের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চাবি আপনি আপনার সঙ্গেই রাখতে পারেন। আর গাড়ির ইমমোবালাইজারের জন্য উন্নত বিশ্ব বিভিন্ন ডিভাইস পাওয়া যায়।

অটোওয়াচ সিক্সটিএইট আই : উন্নত বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে আধুনিক এবং অভিনব সিকিউরিটি পণ্য হলো এই Autowatch যে ডিভাইসটি গাড়ি হাইজ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত সাউথ আফ্রিকাতে তৈরি হয়েছে। এটি খুবই আকর্ষণীয় একটি পণ্য। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, এই পণ্যটি কার হাইজ্যাকারকে আপনার গাড়িতে বসতে দিতে বা স্টার্ট করতেও কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। তবে হাইজ্যাকারটি বেশিদূর এই গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। কেননা, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার গাড়িটি ধীর হয়ে যাবে এবং আপনাআপনি হর্ন বাজতে থাকবে। গাড়ি স্টার্ট হওয়ার

পরই বিভিন্ন শব্দ বা আওয়াজ বাজতে থাকবে, তখন একমাত্র নির্দিষ্ট গাড়ির মালিকই জানবে কি করলে সেই আওয়াজ বন্ধ হবে।

এভাবে দশ সেকেন্ড পর গাড়ির ইঞ্জিনও ধীর হতে থাকবে এবং হর্ন বাজতে থাকবে। ফলে অটোওয়াচ সিক্সটিএইট আই সিকিউরিটি প্রডাক্টটি আপনার গাড়িকে ছিনতাইয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

বর্তমানে আপনার ভয়েসকে আপনার গাড়ি দ্বারা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে, যাতে একমাত্র আপনার ভয়েস স্ক্যানের মাধ্যমে গাড়িটি চিনতে পারে সঠিক মালিককে।

ট্র্যাকার : উন্নত বিশ্বে 'ট্র্যাকার' নামে একটি ডিভাইস রয়েছে, যা পেট্রোন পুলিশ পাবলিক গাড়িতে ইনস্টল করে এবং এটি তারাই শুধু সচল করতে পারে রিমোটের সাহায্যে। প্রয়োজন সাপেক্ষে এই ডিভাইসটি চালু করে পুলিশ হাইজ্যাকারদের হাত থেকে গাড়িকে রক্ষা করে।

এছাড়া উন্নত বিশ্বে 'ট্র্যাকব্যাক' নামে আরো একটি ডিভাইস আছে যা নির্ভর করে ইমমোবালাইজারে সচল থাকার ওপর। এ ডিভাইস ব্যবহারের ফলে গাড়ি নিজেই মালিককে তার অবস্থান জানাতে পারে। ফলে গাড়ি উদ্ধার সম্ভব হয়।

আবার কিছু অ্যালার্ম রয়েছে যা গাড়ির ইমমোবালাইজেশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ গাড়িতে অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটির ইঞ্জিন নিজ থেকেই ধীরে ধীরে থেমে যাবে। ভিন্ন এক ধরনের অ্যালার্ম রয়েছে যা গাড়িকে হাইজ্যাকিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ কোনো হাইজ্যাকার আপনার কাছ থেকে গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে কিছুদূর এগো না মাত্রই আপনার কাছে রাখা পোর্টেবল রিমোটের মাধ্যমে হর্ন বা সাইরেন বেজে উঠবে।

গাড়ির সিকিউরিটি এবং ছিনতাই থেকে রক্ষায় কিছু টিপস্

- যেকোনো ভ্রমণের আগেই নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার ম্যাপটি নিয়ে নেওয়া এবং বিপদ ঘটতে (ছিনতাই) পারে এরকম রাস্তাগুলো পরিহার করা।
- বন্ধ অবস্থায় সব সময় গাড়ির গ্লাস এবং দরজা লক রাখা।
- গাড়িতে কখনোই চাবি লাগিয়ে না রাখা।
- গাড়িতে যদি ক্যামেরা থাকে তবে সব সময় তা খোলা রাখা।
- সব সময় যেকোনো পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে সাইড মিররে লক্ষ্য রাখা।
- সম্ভব হলে লক্ড গ্যারেজ গাড়ি পার্ক করা।
- স্টিয়ারিংয়ে উইল লক ব্যবহার করা।
- গাড়ির জরুরি কাগজ গাড়িতে না রেখে নিজের হেফাজতে রাখা।

এদিকে বাংলাদেশে দিনে দিনে গাড়ির পার্টস চুরি বা গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে পুলিশ প্রশাসনসহ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সবাইকেই সচেতন হতে হবে। এছাড়া উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো যা কিনা গাড়ি চুরি রোধে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে, সেসব সুবিধার ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমাদেরও নতুন কোনো সিকিউরিটি সিস্টেমের উদ্ভাবন করে তার প্রচলন ঘটাতে এগিয়ে আসতে হবে।

ফলে অনেকাংশে কম। তবুও এ সংখ্যাটি আরো কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটি প্রোডাক্টের ওপর বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছে।

এছাড়া গাড়ির সিকিউরিটির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের কিছু দেশে একটি চমৎকার প্রযুক্তি চালু করেছে তাদের পুলিশ বিভাগ।

যেখানে প্রতিটি গাড়ির মালিককে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে ঐ গাড়ির নম্বর সংবলিত দুটি স্টিকার দেওয়া হয়, যা প্রতিদিনের সময় অনুযায়ী গাড়িতে লাগানো হয়। অর্থাৎ ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হতে পারে কমলা রঙের স্টিকার এবং এরপরে লাল বা হলুদ রঙের স্টিকার। এতে করে নির্দিষ্ট সময়ের স্টিকার ছাড়া অন্য স্টিকার সংবলিত গাড়ি দেখলেই পুলিশ গাড়িটি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

কোনো কোনো মডার্ন গাড়িতে স্টেরিও সিস্টেমটি পোর্টেবল অর্থাৎ গাড়ি থেকে যেকোনো সময় খুলে স্টেরিওটি আপনি সঙ্গে নিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে আপনার গাড়িটি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কম, এমনকি ঐ স্টেরিও সিস্টেমে একটি সিকিউরিটি কোড থাকে যা ব্যতিত স্টেরিওটি চলবে না।

এছাড়া উন্নত বিশ্বে গাড়িতে প্রযুক্তিনির্ভর ক্যামেরা লাগানো থাকে যা আপনার ব্যবহৃত কম্পিউটারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেস প্রযুক্তিতে সংযোগকৃত। এতে করে আপনি আপনার গাড়ির খোঁজ অফিস বা শপিং মল থেকে নিতে পারবেন। আর এর ফলে আপনার গাড়ি যদি হাইজ্যাকার দ্বারা ছিনতাই বা চুরি হয়ে যায়, তবে আপনি তার ডিজিটাল ছবি কম্পিউটার হাতে নিয়ে পুলিশকে দিতে পারবেন। আর প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার আকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। বর্তমানে পিনহোল ক্যামেরা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপনার গাড়ির চার্জারে যুক্ত হতে পারে এটি এবং জায়গা নেবে মাত্র ১ থেকে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ।

এছাড়া গাড়ি চুরি রোধে বর্তমানে উন্নত বিশ্বে চাবির পরিবর্তে সিকিউরিটি চিপ ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে চিপ হ্যাকিং অনেকাংশে কঠিন হওয়ায় গাড়ি চুরির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হয়েছে।

ইনাম আহমেদ